সংবাদ

তারিখ 15 JAN
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ডিগ্রি পরীক্ষা না প্রহসন?

উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁস
মানিকগঞ্জে উত্তরপত্র জালিয়াতি

সংবাদ ডেস্ক ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রি পরীক্ষা বস্তুত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষার ক্ষেত্রে যতরকম দুর্নীতি হওয়া সম্ভব তার বোধহয় আর কিছুই বাকি নেই।

মানিকগঞ্জে পাস করার অভিনব কৌশল উত্তরপত্র জালিয়াতির তথ্য ফাঁস হয়েছে। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় বহিষ্কার করেছেন ৩০ জনকে।

উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলায় ডিগ্রি পরীক্ষার প্রতিটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় প্রকাশ্যেই তা বিক্রি হচ্ছে উত্তরপত্রের ফটোকপিসহ। জানা গেছে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ মাস আগেই ঘটেছে এ ঘটনা।

কল্যাণ সাহা, মানিকগঞ্জ থেকে ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলতি ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তরপত্রে জালিয়াতির মাধ্যমে পাস করার 'অভিনব কৌশল' ফাঁস হয়েছে। মানিকগঞ্জের ৪টি কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে ৫টি বিষয়ের এ পর্যন্ত ৩০টি এ ধরনের উত্তরপত্র ধরা পড়েছে। ওই ৩০ জন পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেছেন।

অভিনব কৌশলটি হচ্ছে, উত্তরপত্রে এক পৃষ্ঠা উত্তর লিখে শেষ পাতার আগের পাতায় পরীক্ষার্থী তার রোলনম্বরটি লিখে দিয়েছে। আর পুরো উত্তরপত্রটি রাখা হয়েছে 'সাদা'।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ধারণা, স্থানীয় এ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি
জালিয়াতির কাজে জড়িত। জাতী
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রও বলেছেন
ধরনের চক্রের কথা। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রা
তথ্য অনুযায়ী, ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা প্র
বিষয়ের জন্য পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়
চক্রের স্থানীয় এজেন্টরা। এ তথ্য মিলে
ভুক্তভোগী ২ জন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে।

পুরো খাতা সাদা রেখে শেষের দি
রোলনম্বর লিখে কিভাবে পরীক্ষায় পাস ক
যায়? এ প্রশ্নের জবাবে একজন পরীক্ষা
বলেছে, পরীক্ষার পরে জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্রের মাধ্যমে উত্তর

মূল্যায়নের জন্য পাঠানোর আগে বান্ডিল খুলে দেখা হয়। এরপর পরীক্ষার্থী সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে শেষের পাতার আগের পাতায় দেয়া রোলনম্বর সংবলিত খাতায় উত্তরগুলো লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করতো ওই চক্র। কারণ টপসিটের রোলনম্বর সংবলিত অংশটি আলাদা করে বান্ডিল করা হয়। খাতাটি চেনার জন্যই শেষের পাতার আগের পাতায় রোলনম্বর লিখে পরীক্ষার্থীরা। বান্ডিলগুলোতেও কেন্দ্র থেকে বিশেষ চিহ্ন দেয়া হয়। গতবছর এ ঘটনা ঘটেছে ভিন্ন কায়দায়। তাহল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্রটির মাধ্যমে খাতার

ফাঁস ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

ফাঁস ঃ প্রশ্নপত্র

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ভেতরের পাতায় পরিবর্তন করে পাস করার ব্যবস্থা। কিন্তু গতবছর সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের এ ধরনের অর্ধশতাধিক উত্তরপত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরে ওইসব পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার করেন।

এদিকে এবছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই সতর্ক ব্যবস্থা নেয় উত্তরপত্রে। প্রতিপাতায় 'সিকিউরিটি কসটেপ' লাগানো থাকায় এ বছর চক্রটি খাতার ভেতরের পাতা বদলানোর পদ্ধতি বদলে এ নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে। কিন্তু মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন সজাগ থাকায় পুরো জালিয়াতির ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায়।

ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষার দিন মানিকগঞ্জের দৌলতপুর মতিলাল ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ৪ জন পরীক্ষার্থী ওই পদ্ধতি গ্রহণ করে উত্তরপত্র জমা দিয়ে ধরা পড়ে।

এরপর সবচেয়ে বড় ঘটনা ধরা পড়ে শিবালয়ের মহাদেবপুর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে।

দর্শন ২য় পত্র, রসায়ন ২য় পত্র ও হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্রের পরীক্ষায় ১৭টি এ ধরনের উত্তরপত্র ধরা পড়ে। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ওই ১৭ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন।

সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ কেন্দ্রে ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্রের পরীক্ষায় এ ধরনের ৮টি উত্তরপত্র পাওয়া গেছে এবং ৮ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে কলেজের অধ্যক্ষ ওই পরীক্ষার্থীদের রোলনম্বরগুলো দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে খাতা জালিয়াতি চক্রটির সন্ধান করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

সিরাজুল আলী বাদল, রংপুর থেকে ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুষ্ঠিত ডিগ্রি পাস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলায় পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র আগে থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় উত্তরপত্রসহ ফটোকপি ৫০ থেকে ১০০ টাকায় প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষার ১ মাস আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় অবাধে বিক্রি হয় ডিগ্রি পাস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত ডিগ্রি কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে বাংলা পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। উত্তরপত্রসহ এক পরীক্ষার্থী হাতেনাতে ধরাও পড়ে। এ ব্যাপারে বদরগঞ্জ থানায় মামলাও হয়েছে। 'সংবাদ'সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর প্রকাশিত হওয়ার পরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে উত্তরপত্র বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। জেলা শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও উত্তরপত্র নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র অনেক আগেই ফটোকপি আকারে পরীক্ষার্থীদের হাতে চলে যায়। বিক্রি হয়েছে ৫০/৬০ টাকা করে। তবে গতকালের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিল রাখা হয়নি। পরীক্ষায় ১০টি প্রশ্নের মধ্যে বাজারে পাওয়া উত্তরপত্রের ফটোকপিতে পাওয়া ৬টি প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। বাকি ২টি প্রশ্নের প্রায় মিল ছিল। পরীক্ষার্থীদের ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার বিধান থাকায় বাজারে পাওয়া ফটোকপি থেকে অনায়াসে চাহিদামতো উত্তর পাওয়া গেছে। সোমবার একই বিষয়ে পরীক্ষার ১ম পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বাজারে পাওয়া ফটোকপির ৬টি প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। এর আগে অনুষ্ঠিত বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, রসায়ন, প্রাণরসায়ন, হিসাববিজ্ঞান, উর্দু, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, ইতিহাস, পদার্থ বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে হুবহু প্রশ্ন উত্তরপত্রসহ প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়েছে।